Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/86	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1277 b.s.
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Colombian Press; 38 Cornowalis Street Printed by Jadunath Dey
Author/ Editor:	Jadav Chandra Modok	Size:	11.5x17.5 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Stree-purushe Tirthajatra	Remarks:	Fiction

স্ত্রীপুরুষে তীর্থযাত্রা।

শ্রীযাদবচন্দ্র মোদক

প্রণীত।

কলিকাতা

করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট ৩৮ নম্বর বাটীতে কলম্বিয়ান্
প্রেসে শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৭৭।২৫ অগ্রহায়ণ।

বিজ্ঞাপন।

স্ত্রীপুরুষে তীর্থ যাত্রা নামক এই অভিনব ক্ষুদ্র পুস্তক খানি যে স্বয়ং রচনা করিয়া প্রচারিত করিলাম এরূপ বলিতে পারা যায় না যেহেতু ইহাতে বর্ণিত উপাখ্যানগুলি মদমোদক সমাজে কিম্বদন্তীরূপে বহুকালাবধি প্রচারিত আছে।

এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই সমস্ত জনরব ঘটিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম। অতএব গুণগ্রাহী পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক এক বার পাঠ করিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব।

১২৭৭ সাল।
২৫শে কার্ত্তিক।

শ্রীযাদবচন্দ্র মোদক।
শ্যামবাজার।

স্ত্রী পুরুষে তীর্থযাত্রা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূত্রাধ্যায়ে।

সাহবালিনের পুত্র করাখাঁ বঙ্গশাসন কর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সময়ে গৌড় নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৬৬২ বঙ্গাব্দে কতক গুলি অস্মদ্দেশীয় পুণ্য প্রয়াসী যাত্রী রথযাত্রাদি দর্শন করিয়া পুণ্যধাম শ্রীপুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

স্নান যাত্রার পর হইতে রথ যাত্রার পূর্ব্ব দিবসাবধি শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না। যেহেতু এই সময়ে কাষ্ঠ কলেবর শ্রীমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া রথারোহণ যোগ্য হন। সুতরাং যাত্রীরা জগন্নাথদেবের দর্শন না পাওয়াতে প্রায় অনেকেই মনে মনে বিরক্তি বোধ করেন। তৎপরে দর্শক মনোমন্দিরে ভবনভাব আবির্ভাব

নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলিত হন বাটীতে কে কেমন আছেন, কেহ কেহ নিতান্ত শিশু সন্তান রাখিয়া আসিয়াছেন, কাহার পিতা মাতা বৃদ্ধ, কাহার স্বামী রুগ্ন, কেহ বা পুত্রবধুকে সাত মাস অন্তঃসত্বা দেখিয়া আসিয়াছেন ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য প্রায় সকলেই ব্যস্ত হন। এ কারণ কত লোকের রথ দেখিবার বিলম্ব সহে না, কেহ কেহ চিত্রিত মূর্ত্তিকে রথোপর আরোহণ দর্শনেই প্রার্থনা সহকারে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন।

কিন্তু আমাদিগের কথিত যাত্রীগুলি সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। ইঁহারা স্নান যাত্রার পর তথাকার যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, অর্থাৎ সেথুয়াদিগের পরামর্শে ধ্বজা বন্ধন, পাণ্ডা ভোজন, আট্‌কিয়া বন্ধন ইত্যাদি (যাহাতে পাণ্ডা এবং সেথুয়াদিগের অতিরিক্ত উপার্জ্জন) একে একে সমাধা করিয়া রথ যাত্রা দর্শন করিয়া-

ছিলেন। এবং এতদ্দর্শনেও পরিতৃপ্ত না হইয়া আরও কয়েক দিবস পুণ্যধামে অতিবাহিত করিলেন। পরে হারাপঞ্চমী দেখিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন।

ক্রমে রাণিতলা, তুলসীচুড়া, অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে সত্যবাদির চটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তথায় মধ্যাহ্ন আহারাদি করণের সুযোগ দেখিয়া পথ প্রদর্শক যাত্রীদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের অনুমতি করিলেন। এদিকে যাত্রীরাও স্বস্ব অভিলষিত দ্রব্যাদি আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিবার পদ্ধতি বহুকালাবধি প্রচলিত থাকাতে, ইহারা স্বদেশে বাটীর বহির্ভূতা হইতে পান না কিন্তু তীর্থে ইহারা স্বয়ং সিদ্ধা হইয়া সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন। সেই জন্য চটীতে আসিয়াই দলে দলে পণ্যবীথিকাতে গমনাগমন করিয়া অভিলষিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে

তথাকার ব্যবসায়ি সম্প্রদায়েরা—ওঁচা, পচা, থো-পড়া, যাহা সম্বৎসরেও তথাকার লোকদিগকে বেচিতে পারে নাই সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। এবং দামডুনা দরে হউক বা ওজনে কম দিয়াই হউক, যে প্রকারে হয় অধিক উপার্জ্জনের পন্থা দেখিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে যাহারা অতিশয় চতুর, দোকানিকে ঠগাইবার জন্য তাহারা কৃত্রিম হাব ভাব দর্শাইতে প্রায় বাকি রাখিল না। এইরূপে ক্ষণকাল ক্রয় বিক্রয় চলিতে লাগিল, যাত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, পুরুষযাত্রী অতি অল্প তাহাতে আবার অধিকন্তুই ঠগ, জুয়াচোর, গাঁজাখোর, লম্পট, ভাল মানুষ প্রায় দেখা যায় না। কারণ এই।—কতকগুলি মন্দ স্বভাবা তরুণ বয়স্কা স্ত্রীলোক তীর্থ যাত্রা ছলে বাটী হইতে পলাইয়া পথে আত্মাভিলাষ সম্পন্ন করে, এবং নীচাশয় পরস্ত্রীকাতর যুবাপুরুষেরাও সেই রূপ স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তি

চরিতার্থ করণের নিমিত্ত অল্পবয়সে তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহারা পুণ্য প্রয়াসী লোক নহে।

তদনন্তর যাত্রীরা যথা যোগ্য আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত পাক শাক করিয়া ভোজনাদি করিতে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইল। সে জন্য সে দিবস সত্যবাদির সরাইয়েই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সঙ্গিসঙ্গে।

পর দিবস রাত্রি প্রহরেক থাকিতে সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "হরিবোল হরিবোল" শব্দে তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং সত্যবাদির চটী পশ্চাতে রাখিয়া অনবরত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে নবোদিত ভাস্কর কিরণে সকলের মুখোমণ্ডল

ঘর্ম্মাক্ত হইয়া আসিলে, পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামাভিলাষে সকলে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার উপভোগে ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন—আপনারা সকলে ফেলিয়া যান যাবেন কিন্তু আমি কোন ক্রমে পারিব না, যেহেতু অন্য নন পর নন উনি আমার স্বামী আমি উহাঁর স্ত্রী। এই কথায় আর এক জন স্ত্রীলোক উত্তর করিল—নাও মেনে তোমার কথা ভাল লাগে না। এপথে কতলোক পেটের সন্তানকে ফেলে রেখে যায়—তুমি আর স্বামীকে ফেলে যেতে পার না? স্বামী হলো তো কি হলো। তখন প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পুনরায় কহিল যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই এমন কর্ম্ম করে, যাহাদের জ্ঞান আছে তাহারা কখনই এমন কর্ম্ম করিতে পারে না। আমি কথকঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা হন, স্বামী মরিলে যে স্ত্রী, স্বামীর সহগমন করেন

সেই স্ত্রী আপনাকে এবং তাহার স্বামীকে পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া উভয়ে অনন্ত সুখে স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। দেখ সেই জন্য অদ্যাপিও কত কত স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহমরণে গমন করিতেছেন। অতএব আমি কি বলে এমন অসময়ে স্বামীকে পথে ফেলে চলে যাব? আমার কি শরীরে দয়া মায়া নাই? না আমার কিছু মাত্র ধর্ম্ম ভয় নাই। এক দিন অপেক্ষা করে দেখি উনি কেমন থাকেন পরে যাহা হয় তাহাই করিব। এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বক্তা স্ত্রীলোকটী আর কোন উত্তর করিল না। সেবার সেখুয়াঠাকুর কয়েক জন পুরুষযাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—শুন তোমার স্বামীর লক্ষণ বড় ভাল নয়, যখন তিনটী বার মাত্র দাস্ত হওয়াতেই উহার চোক, মুখ বসে গিয়াছে তখন আর বাঁচিবার কিছু মাত্র আশা নাই। অতএব তুমি উঁহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত

গমন কর। এই বলিয়া সেথুয়াঠাকুরকে নীরব হইতে দেখিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। হয় এক খানি ডুলি ভাড়া করিয়া দেও নতুবা অদ্যকার মত সকলে এই স্থানে থাক কল্য আপনারা যাহা বলিবেন আমি তাহার অন্যথা করিব না।

পুনরুত্তরে সেথুয়াঠাকুর বলিলেন আমরা সত্যবাদির চটীতে থাকিতে যদ্যপি তোমার স্বামীর এরূপ ব্যারাম হইত তাহা হইলে যে কয় দিন গহরী করিতে বলিতে, তাহাই করা যাইত। এ নয়এদিগ্ নয়ওদিগ্ মধ্যস্থলে দুশ, পৌনেদুশ যাত্রী কি প্রকারে নিরাশ্রয়ে থাকিবে, একে এই বর্ষাকাল তাহাতে এখানে দোকানি পসারী নাই, থাকিবার ঘর নাই, কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পাওয়া যাবে না, তবে কি এক জনের জন্য এরা এত লোক অনাহারে গাছতলায় থাকিবে? তাহা কখনই থাকিবে না। তবে তুমি একা কি প্রকারে থাকিবে আর থাকিয়াই বা

কি করিবে? নিকটে গ্রাম নাই যে তথায় লয়ে গিয়ে স্বামীর চিকিৎসাদি করাইবে, কাটযুড়ি সত্যবাদি যে দিগে যাও চটী প্রায় সাত ক্রোশ হইবে। চটী ভিন্ন ডুলি কাহার পাওয়া যাবে না, চটী হইতে ডুলি আনিতে গেলে রাত্রি এতক্ষণেও আসা ভার হইবে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন একা থাকা ভাল কিম্বা আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত। এই বলিয়া পথ প্রদর্শক ক্ষান্ত হইলে অন্য এক জন যাত্রী পথের রীতি নীতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বলাতে স্ত্রী স্বভাব বশতঃ প্রথমতঃ সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে দেশের লোকে জানিতে পারে—যে স্বামীকে জীবিতাবস্থায় পথে ফেলে এসেছে সেই চিন্তা মনোমধ্যে বারম্বার উদয় হওয়াতে ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থা হইয়া পুনর্ব্বার সঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন—তোমরা যে উহাঁকে ফেলে যেতে বলিতেছ এই কথা দেশের লোকে শুনে বল্‌বে কি? তখন যে লজ্জায় মরে যেতে

হবে, দেশের লোকের নিকট মুখ দেখান যে ভার হয়ে উঠ্‌বে। এমন কর্ম্ম আমিত প্রাণ থাকিতে করিতে পারিব না। এই বলিয়া স্ত্রী লোকটী সহসা রোদন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন হায়! এখন আমি কি উপায় করিব? ভাবিয়া যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাদিগের ভরসায় পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলাম তাহারা তো সকলি করিল, পথে আসিয়া এরূপ বিপদে পড়িব, আজ কুক্ষণে রাত্রি পোহাইবে পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে চটী হইতে কখনই বাহির হইতাম না, সেই স্থানেই কিছু দিন থাকিতাম বরং সেখানে থাকিলে যাহা হয় এক রকম সুবিধা করিতে পারিতাম পথে এসে যে বিষম বিপাকে পড়িলাম, হায়! আমার দশা কি হবে আমি কেমন করে ইহাঁকে দেশে নিয়ে যাব, হে পরমেশ্বর, হে জগবন্ধু, হে মধুসূদন, বিপদকালে এদাসীকে রক্ষা করুণ। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এবম্প্রকার বিলাপ শুনিয়া যাত্রী সম্প্রদায় মধ্য হইতে এক জন তাঁহার স্বদেশীয় লোক উত্তর করিল। বলি কেবল আমরাই কয়েক জন তোমার দেশস্থলোক আছিতো? আমরা দেশে গিয়ে যাহা বলিব দেশের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে তজ্জন্য তোমার চিন্তা কি? তুমি সচ্ছন্দে আমাদের সঙ্গে গমন কর। স্ত্রীলোকটী কহিল আচ্ছা দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন তোমরা কি বলিবে? এইকথা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল। কেন আমরা বলিব পথে ষষ্ঠীপুত্রের ওলাউঠা হইয়াছিল আমরা তাহাকে সত্যবাদির চটীতে রাখিয়া দুই দিবস চিকিৎসাদি করাইয়াছিলাম কিন্তু আরোগ্য হইল না। পরে তাহার কালাকাল হইলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে তথা হইতে যাত্রা করি, সেই জন্য আসিতে আমাদের এত বিলম্ব হইয়াছে, নতুবা আমরা আরও দুই দিবস

পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিতাম। যাত্রীদিগের মুখে এইরূপ নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্য শুনিয়া স্ত্রীলোকটী ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। ইহাতেই সকলে, মৌনে সম্মতি লক্ষণ অনুমান করিয়া, তৎকালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইলেন অর্থাৎ এক জন যাত্রী একটী নারিকেল মালায় কিঞ্চিৎ জল, আর তাহার পরিধেয় বস্ত্রে মুটটাক্ চিঁড়ে বান্ধিয়া রাখিয়া আইলে আর এক জন ষষ্ঠীপুত্রের কঙ্কাল হইতে টাকার গেঁজেটী খুলিয়া তাহার স্ত্রীকে আনিয়া দিল। পরে এই ব্যাপার সমাপ্ত হইলে যাত্রীরা সকলে রোগীর নিকট হইতে নীরবে উঠিয়া চলিল এতদ্দর্শনে উক্ত রমণী অগত্যা সঙ্গি সঙ্গে ইত্যাদি।

আমাকে বুঝাইয়া বলিতেন। সে দিবস গ্রন্থের যে অংশ পাঠ করিতে ছিলাম। মোদকজাতি বর্ণসঙ্কর বলিয়া সেই অংশেই বর্ণীত হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত পাঠ করিয়া অতিশয় সংশয়ান্বিত হওয়াতে উহা সত্য কি মিথ্যা এই তদন্ত জানিবার জন্য, তৎক্ষণাৎ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, পিতঃ মোদকেরা কি এইরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, না তাঁহাদিগের উৎপত্তির অন্য কোন বিবরণ থাকিতে পারে? এইকথা বলিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় মৌনাবলম্বন করিলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পিতা কহিলেন—বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালাদেশে যত প্রকার মোদক আছে তাহারা সকলেই যে একবংশ সম্ভূত এরূপ আমি বলিতে পারি না। কারণ ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক এক মূল বংশ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত মোদকেরাই যে বর্ণ সঙ্কর হইবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর বোধ হয় না।

পুরাণ নির্দ্দিষ্ট বাক্য দ্বারা কেবল এইমাত্র অনুমান করা যায় যে ইহাদিগের মধ্যে কোন না কোন মোদকেরা অবশ্য সঙ্কর জাতি হইতে পারে। কিন্তু আমরা মধুমোদক, আমাদের আদি পুরুষের নাম বিম্বদাস।

কোন সময় পার্ব্বতীর বর প্রভাবে তিনি জলবিম্বে জন্মগ্রহণ করাতেই তাঁহার নাম বিম্বদাস রক্ষিত হয়। এই কথা বলিয়া পিতা মৌনাবলম্বন করিলে, বিম্বদাসের উৎপত্তি বিবরণ শুনিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিল। সেইজন্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম পিতঃ ভগবতী কি জন্য বিম্ব দাসকে সৃজন করিয়াছিলেন, এবং বিম্বদাসই বা কি জন্য মধুমোদক নামে ভূমণ্ডলে পরিচিত হইয়াছিলেন, উহা যদ্যপি আপনি অবগত থাকেন তাহাহইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট প্রকাশ করুন। কারণ মধুমোদক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি বিম্বদাসের উৎপত্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ

তাহাকে সর্ব্বদা অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অতত্রব মধুমোদকদিগের উহা শ্রবণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

আমার নিকট এবম্প্রকার প্রশ্ন শুনিয়া পিতা কহিলেন—পূর্ব্বকালে একদা দেবীকাত্যায়নী চিরায়তীব্রত করিতে অভিলাষিণী হওয়াতে তৎপূর্ব্বদিবসীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য যত্নবতী হইয়া, স্বীয় পতিকে কহিলেন নাথ, অবগাহনার্থ অদ্য আমি মন্দাকিনীতে গমন করিতেছি আপনি একজন ক্ষৌরকারকে তথায় পাঠাইয়া দিবেন।

ব্রত কিম্বা উপবাস করিতে হইলে ব্রতাচারী ব্যক্তিকে তৎপূর্ব্বদিবস কেশ মার্জ্জন, নখর ছেদন, ও হবিষ্যান্ন ভোজন দ্বারা সেদিবস অতি বাহিত করিতে হয়। সেইজন্য ভগবতী পতির নিকট ক্ষৌরকারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মহাদেব কহিলেন "তুমি অগ্রসর হও পশ্চাতে ক্ষৌরকারকে পাঠাইতেছি" এইকথা বলিয়া ভগবতিকে

বিদায় করিলে ভগবতী মন্দাকিনী তীরোদ্দেশে গমন করিলেন। এবং তথায় উপনীত হইয়া অন্য অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনান্তে, ক্ষৌরকারের আগমন অপেক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুক্ষণপর্য্যন্ত ক্ষৌরকার তথায় উপস্থিত না হওয়াতে দেবী অকার্য্যে কার্য্য জ্ঞান করিয়া এক এক বার মন্দাকিনী সলিল করপদ্ম দ্বারা সঞ্চলন করিতে থাকিলেন। এইরূপে যথেচ্ছাক্রমে সলিল সঞ্চালন করাতে সলিলাভ্যন্তর হইতে একটী বিম্ব উৎপন্ন হইল। দেবী সেই বিম্ব মধ্যে আপনার প্রতিকৃতি অবলোকন করিয়া, পুরুষ জ্ঞানে তাহাকেই জীবন প্রদান করিলেন। এবং বিম্ব হইতে জন্ম বলিয়া তাহার নাম বিম্বদাস রাখিলেন।

পিতা কহিলেন যৎকালে ভগবতির বাক্য প্রভাবে বিম্বদাস জন্মগ্রহণ করিলেন সেই সময়ে মহাদেবের প্রেরিত একজন নরসুন্দর, দেবীর সম্মুখে সমুপস্থিত হওয়াতে, দেবী তাহা দ্বারা

আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইলেন। তৎপরে উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যে ব্যক্তি মহাদেবের নিকট হইতে আসিয়াছিল, তাহার নাম হাড়ু দাস। তিনিও বিম্বদাসের ন্যায় অসম্ভব রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কথিত আছে ভগবতী, পতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্দাকিনী তীরে গমন করিলে পর ভগবান পশুপতি, ভগবতীর বাক্য বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে কণ্ঠস্থিত অস্থিমাল্য ছড়াটী পরিস্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার স্মরণ হইল, যে দেবী তাঁহার নিকট একজন ক্ষৌর কারের প্রার্থনা করিয়া স্নানার্থে মন্দাকিনীতে গমন করিয়াছেন। অতএব অস্থিমাল্য হইতে যে সকল মলা নির্গত হইয়াছিল, উপস্থিত মতে তাহাতেই একটী পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে জীবন দান করিলেন। সেইজন্য তাহার

নাম হাড়দাস হইল। এবম্প্রকারে হাড়দাস জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের নির্দ্দেশানুসারে ক্ষৌরোপযোগী অস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবতীর নিকটে আগমন করিল দেবীও তদ্দ্বারা তৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন।

অনন্তর কিছুদিন পরে, একদা হাড়দাস ও বিম্বদাস উভয়ে মিলিত হইয়া ভগবতীর নিকটে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, মাতঃ! এক্ষণে আমরা কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিব, অনুমতি হইলে তাহাতেই একান্ত যত্নবান হই। এই কথা বলিয়া উভয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকাতে, ভগবতী প্রথমত হাড়দাসকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "হাড়দাস! তোমাকে যেবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা সচ্ছন্দে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। অতএব তুমি অবনীতে অবতরণ পূর্ব্বক উক্তবৃত্তি অবলম্বনেই কালযাপন করিতে থাক।" এইকথা শুনিয়া হাড়দাস দেবীকে প্রণতিপুরঃসর

তথাহইতে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে ভূমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক ক্ষৌরকার্য্য প্রচার করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভগবতী বিম্বদাসকে বলিলেন "তুমি আমার মধুবন রক্ষায় নিযুক্ত থাক" বিম্বদাস তাহাতেই সম্মত হইয়া কিছুদিন তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে মধুসংগ্রহ করণান্তর নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণের কৌশল সৃষ্টিকরিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভগবতীর গণপতিনামে, গজানন বিশিষ্ট পুত্রটী জন্মগ্রহণ করাতে, বিম্বদাস তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে প্রতিদিন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। ইহাতে গণপতি বিম্বদাসের প্রতি সদয় হইয়া সময়ক্রমে তাহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, যে, "তুমি মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ তোমার মিষ্টান্ন দ্বারা সমস্ত দেবতারাও সন্তুষ্ট হইবেন। এবং মিষ্টান্ন দ্রব্য, পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যাপেক্ষা

সমধিক আদরণীয় বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইবে। অতএব তুমি, অদ্য হইতে ভূমণ্ডলে অবতরণ পূর্ব্বক মধুমোদক উপাধি গ্রহণ করিয়া, মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রচার বিষয়ে যত্নবান হও।"

বিঘ্নদাস এবম্প্রকারে গণপতির নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ও এবং অবনীতে আগমন করিয়া স্বরুত্তি অবলম্বনেই সাধারনের নিকট মধু মোদক বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। পিতা এইপর্য্যন্ত বলিয়াই এ আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অতএব মহাশয়ের নিকট আমি আর অধিক বলিতে পারিলামনা। এইবলিয়া কৃষ্ণহরি ষষ্ঠীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয় আপনি কোন্ বংশ সম্ভূত ষষ্ঠীপুত্র কহিলেন, "মহাশয় এপর্য্যন্ত যেবংশের উল্লেখ করিতেছিলেন, এনরাধমও সেই বংশকে কলঙ্কিত করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

কৃষ্ণহরি ষষ্ঠীপুত্রের মুখে এবম্বিধ খেদযুক্ত বাক্য

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয় আপনাকে দেখিতেছি জগন্নাথ দর্শনার্থী যাত্রীর ন্যায়, কিন্তু আপনার সঙ্গে জন মানব নাই। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি যাত্রী সম্প্রদায় ত্যক্ত হইয়া পান্থনিবাস ভ্রমে আসিয়াছেন? না অন্য কোন প্রয়োজন বশতঃ এদিগে আসিয়াছেন? যদ্যপি বলিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া চরিতার্থ করুন। ষষ্ঠীপুত্র চিন্তা যুক্ত হইলেন কিন্তু কি বলিবেন তাহা স্থির না হওয়াতে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অমনি মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু হইতে অশ্রু কণা বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল। দেখিয়া কৃষ্ণহরি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন একি! অনুমান হয় পথে আসিয়া ইহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়া থাকিবে। নতুবা সহসা এরূপ বিকল চিত্ত হইয়া রোদন করিবার তাৎপর্য্য কি? যাহাহউক

ইহার কারণ জানা আবশ্যক। এই ভাবিয়া কহিলেন মহাশয়! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন সহসা-মনোমধ্যে এরূপ ভাবের আবির্ভাব হইবার কারণ কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলুন। যেহেতু আমরা শুনিয়াছি মনুষ্যের শোক বা দুঃখ প্রথমত যত বর্দ্ধিত হয় অন্যের নিকট ব্যক্ত করিলে তাহার অধিকাংশই লাঘব হইয়া থাকে, অতএব আপনি ব্যক্ত করুন। ওরূপ মনস্তাপ সহ্য করণের কিছু মাত্র ফল দেখিতেছি না বরং দিন দিন মনস্তাপই বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া কৃষ্ণহরি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষষ্ঠীপুত্র কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! জগতের গতি কিরূপ? আমিতো তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহার সঙ্গে জীবনাবধি সম্বন্ধ নিরূপিত থাকে, পৌরাণিকেরা যাহারে অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, স্বামী উপরতা হইলে সহমরণ গমনে যাহাকে ব্যবস্থা প্রদান করেন, সেইস্ত্রী এবং যাহাদের

ভরসায় পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলাম সেই প্রতিবেশীগণ, কল্য আমাকে পীড়িত জ্ঞানে সুষুপ্তাবস্থায় বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ পুরঃসর সকলে প্রস্থান করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! গমন কালে তাহাদের মনে কিছুমাত্র দয়া হইল না। হায়! যাহাকে আমি চিরজীবনের নিমিত্ত সুখ দুঃখের সঙ্গিনী বলিয়া জ্ঞান করিতাম এবং যাহাকে এপর্য্যন্ত পতিপ্রাণা বলিয়া একান্ত বিশ্বাস করিতাম, সেই বিশ্বাস ঘাতিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিল না? এই কি তার ধর্ম্ম কটকে তার সতীত্ব! ষষ্ঠীপুত্র এই কথা বাসিত হইয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, পূর্ব্বে জানিতে পা প্রতিকার করিতাম। যা হউক সঙ্গে সম্বন্ধের এক প্রকার দেশেতো আর যাইবোনা, যাইবার যদ্যপি কোন ক্রমে স্বদেশে গম

উঠে, তাহাহইলে যেন সেপাপীয়সীর মুখাবলোকন করিতে আর নাহয়। এই বলিয়া ষষ্ঠীপুত্র মৌনাবলম্বন কালে হে পরমেশ্বর সকলই তোমার ইচ্ছা বলিয়া আর একটী গুরুতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। স্বজাতি সৌহার্দ্দ বশতঃই হউক কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায় বশতঃই হউক, কৃষ্ণহরি বলিলেন "তবে এই স্থানেই কিছুদিন অবস্থিতি করুন"। ষষ্ঠীপুত্র কহিলেন এক্ষণে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়া তীর্থে তীর্থেই যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিব। বলিয়া শ্লোকের এবং ভার্য্যার ব্যবহারে সংসারে ষষ্ঠীপুত্র কত্ত ঘৃণা জন্মিয়াছে একমুহূর্ত্ত সংসার মহাশয়! জগতের আর অভিলাষ হয় না। কিছুই বুঝিতে পারি পৃথিবীতে এমন কোন স্থান বধি সম্বন্ধ নিষ্ক শোক বা দুঃখ ভোগ করিতে যাহারে অর্দ্ধাঙ্গী কোন অট্টালিকা নাই যথা মৃত্যু স্বামী উপরতা নাপারে, এমন কোন মনুষ্য নাই ব্যবস্থা প্রদান পদগ্রস্ত হন নাই, এবং এমন কোন

দেবতা নাই যিনি নিরবচ্ছিন্ন মনুষ্যের মনে সুখ প্রদানে সক্ষম হন। অতএব আপনি বিবেচনা করুন ইহা যদ্যপি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তবে যাবজ্জীবন তীর্থ পর্য্যটনের প্রয়োজন কি? বরং এই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। পরে যেরূপ বিবেচনায় ভাল বোধ করেন, তাহাই করিবেন। কিছু দিন এই স্থানে থাকাই যুক্তি যুক্ত বোধে ষষ্ঠীপুত্র আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না কেবল সম্মতি প্রকাশ মাত্র করিলেন। এইরূপে ষষ্ঠীপুত্র কটকে কৃষ্ণহরি মোদকের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া আপাততঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মোদকবনিতা।

কয়েক দিবসান্তে মোদক নারী দেশীয় সঙ্গী গের পরামর্শে হাতের খাড়ু, ঝলি খুলিয়া

রোদন করিতে২ ধামাসে আসিয়া পৌঁছিলেন। সধবা হইতে বিধবাদিগের বেশভূষা বিভিন্ন বলিয়া মোদক বধূর আকার প্রকার দর্শনেই প্রায় অনেকে অনুমান করিলেন যে, পথে ষষ্ঠীপুত্র মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা বাহুল্য মাত্র। ষষ্ঠীপুত্রের কনিষ্ঠ সহোদরেরা ভ্রাতৃ জায়াকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহার নিকট শুনিলেন, পথে পীড়িত হইয়া জ্যেষ্ঠ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সুতরাং তৎকালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বিধি মতে যত্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে মোদক রমণী না বুঝিয়া লোকের কথায় স্বামীকে পথে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য নানা প্রকার আত্ম গ্লানি উপস্থিত হওয়াতে যার পর নাই মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রকাশ করিবার যো নাই মনের আগুণ মনেই জ্বলিতে লাগিল। তখন তিনি ভাবিলেন আমি কেন এমন কুকর্ম্ম করিলাম আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেনই বা ঘটিল, যে পরের

কথায় পতি হেন সামগ্রীকে বনবাসে রাখিয়া আসিলাম। কেন তাঁহার নিকটে থাকিলাম না, কেবল আমারই দোষে তিনি মারা পড়িয়াছেন। বোধ করি আমি নিকটে থাকিলে যে কোন প্রকারে হউক আরোগ্য হইতে পারিতেন। হায় আমি কি পাপীয়সী! বলিতে কি আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি মরিলে নরকেও স্থান পাইব না। তিনি পীড়িতাবস্থায়, শুধু পীড়িত কেন একে বিদেশ, তাহাতে পীড়িত, আবার নিদ্রাবস্থায় ছিলেন, আমি না বলিয়া সহসা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি; তিনি জাগরিত হইয়া না জানি কতই বিলাপ করিয়াছেন এবং আমারে পতিঘাতিনী বলিয়া না জানি সে সময় কতই তিরস্কার করিয়াছেন, অনুমান হয়, আমার আচরণ দেখিয়া মনের দুঃখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। হায়! আমি কি করিতে গিয়া কি করিয়া আসিলাম। তখন কি আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এখন আমার উপায়

কি হইবে। এই রূপে মনে মনে যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিতে থাকিল। দেখিতে দেখিতে নয়ন যুগল বাষ্প বারিতে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন তিনি রোদন না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না।

মোদক রমণী কান্দিতেছেন। প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে এবং নিশি যোগেও বিরাম নাই। অনবরতই কান্দিতেছেন। ক্রমে মাস গেল জ্যেষ্ঠের পরলোকে যাহাতে মঙ্গল হয় সেই অভিপ্রায়ে কনিষ্ঠেরা ষষ্ঠীপুত্রের শিশু সন্তান দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইলেন। এবং যথা নিয়মে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, অভ্যাগত দীন দুঃখীদিগকে ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন, ক্রিয়া বাড়ী ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু তথাপিও মোদক নারীর ক্রোন্দন সম্বরণ হইল না। তিনি কান্দিতেছেন। হা নাথ! হা জীবিতেশ্বর অনাথিনীর প্রাণবল্লভ

বলিয়া এক একবার ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, বাটীর অন্য অন্য সকলে সান্ত্বনা করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং অপরাধিনী বলিয়া কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছেন না।

অতিশয় প্রিয় অথচ ধনবান্, রূপবান্, গুণবান্, সন্তান কিম্বা তদনুরূপ আত্মীয় মরিলে কেহই চিরকাল শোক প্রকাশ করে না, কালক্রমে সকলকেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। জগতের গতি, বা ঈশ্বরের নিয়মই এইরূপ, এমন কি, স্নেহাস্পদ পুত্র বিয়োগে, কত কত পিতা মাতাকে প্রথমতঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়, কিন্তু কিছু দিন পরে, তাহাদিগকেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া এক তান মনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব ষষ্ঠীপুত্রের স্ত্রী যে চিরকাল শোক করিবেন, ইহাও কোন ক্রমে সম্ভব নহে। কাল ক্রমে তিনিও ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন।

তদনন্তর মোদক বনিতা, দত্তক মীমাংসার

ব্যবস্থানুসারে স্বীয় দেবর গঙ্গাবর ও হরিশাঙ্কের নিকট স্বামী দত্তাংশ পাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। যেহেতু তিনি নিতান্ত অবীরা ছিলেন না। তাঁহার এক কন্যা এক পুত্র এবং এক দৌহিত্র হইয়াছিল। কন্যার নাম বিজয়া, পুত্রের নাম বংশীধারী, দৌহিত্রেয় নাম শতঢাকী। এই শেষোক্ত নাম সম্বন্ধে মনোহর একটী কিম্বদন্তী আছে। অদ্যাপি প্রবীণমোদক-দিগের নিকট উহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য পরিত্যাগ না করিয়া জনরবটী যথা শ্রুত প্রকাশ করা গেল।

কথিত আছে ষষ্ঠীপুত্র স্বীয় দৌহিত্রের অন্ন-প্রাশনে বিস্তর আড়ম্বর করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমুদয় কুটুম্ববর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সকল নিমন্ত্রিত লোকের আশীর্ব্বাদীয় ধান্য, দূর্ব্বা, ও পুষ্পমাল্যে বালকটী এককালে ঢাকা পড়িয়াছিল। সেই জন্য সকলে মিলিত হইয়া শতঢাকী অর্থাৎ কুটুম্বের

আশীর্ব্বাদে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়া উহার নাম শতঢাকী রক্ষা করিলেন। এবং কুলীনের দৌহিত্র ইনিও কুলীন হউক বলিয়া সকলে বালকের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সেই অবধি সপ্তগ্রাম ভুক্ত মোদকদিগের দ্বিতীয় কুলীনের প্রকাশ হয়। তৎপরে শতঢাকীর আর দুই সহোদর জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের একের নাম মাণিকঢাকী, দ্বিতীয়ের নাম বাউল ঢাকী। ইহারাও কুলীন, কিন্তু ভ্রাতার নামে মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তদনন্তর গঙ্গাবর ও হরিশাঙ্ক উভয়ে ভ্রাতৃজায়ার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশের একাংশ প্রদান করিলে,মোদক রমণী পুত্র কন্যা সঙ্গে করিয়া চাকদহে স্বীয় পিত্রালয়ে গমন করিলেন এবং ভ্রাতাদিগের পরামর্শে হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক তদবধি তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পদ্মাবতী।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন বেলা দুই প্রহর কালে ধামাস বাসীলোকেরা একটী অাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলেন। বহুদিবস যেব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, যাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীলোকেরা স্বহস্তে ভস্মসাৎ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে সেইব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত! এতদবলোকনে কেনা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। অতএব সেই উপলক্ষে প্রতিবেশী মণ্ডলীতে মহান্ কলরব পড়িয়া গেল, এক জন অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করিল ইনি কি সেই ষষ্ঠীপুত্র? সেকহিল অনুমান হয়। আর একজন কহিলেন, ইনি যদি তিনিই হন, তবে বাঁচিলেন কি প্রকারে, মরিলে কি কেহ বাঁচিতে পারে? অনুমানহয় উহাকে ফেলেএসে থাকিবে। এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া অপর একজন বলিলেন, ওপথে যাওয়াই

অন্যায়। যেহেতু পীড়িত ব্যক্তিকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে আত্মপর বিবেচনা করেনা। এই দেখ ষষ্ঠীপুত্রের স্ত্রী কেমন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া মৃতসম্বাদ প্রকাশ করিলেন সঙ্গীরা তাহাতেই সম্মতি দিয়া গেলেন কই কেহইতো সত্য কথা কহিলেন না।

আর একজন বলিলেন সেযাহাহউক উহার কনিষ্ঠ সহোদরেরা জ্যেষ্ঠের জীবিতাবস্থা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, শ্রাদ্ধোপলক্ষে অতগুলি অর্থ অপব্যয় করিত না। এই রূপে পরস্পর পরস্পরের নিকট বলাবলি করিতেছেন ইতিমধ্যে ষষ্ঠীপুত্র তাঁহাদের সম্মুখাগত হইলেন এবং বিধানানুসারে সকলকে সম্ভাষণকরনান্তর স্বীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যৎকালে ষষ্ঠীপুত্রের গ্রামে পুনরাগমন বিষয়ে জনতা হইতেছিল, সেই সময় গঙ্গাবর ও হরিশাঙ্কের নিকট একজন লোক আসিয়া সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য ভাতৃদ্বয় এবং

অন্যং পরিবারেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে দর্শন মানসে বাটীর বর্হিভাগে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং অন্য অন্য প্রতিবেশী লোকেরাও তথায় আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ষষ্ঠীপুত্রকে সমাগত দেখিয়া সকলে যারপর পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এবং পরমায়ু থাকিতে মনুষ্য মরে না, পরমেশ্বর তাহাকে রক্ষা করেন বলিয়া, পরস্পর পরস্পরের নিকট ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলবতী, এইবাক্য সপ্রমাণ করিতে থাকিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহযাত্রী-দিগকে বিদ্রূপ করিয়াও অনেক আমোদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যে সময়ে নানা প্রকার রহস্য জনক বাক্য, উপস্থিত ব্যক্তি সমূহের মনে অপার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ছিল। সেই সময়ে উৎকল দেশীয় কয়েক জন বাহক কর্ত্তৃক আনীত এক খানি শিবিকা তাহাদিগের সম্মুখে সহসা সমুপস্থিত হইলে সকলে সেই দিগে দৃষ্টিপাত

করিলেন। দেখিলেন শিবিকা যানে একটী মাত্র রমণী।

স্ত্রীলোকটী উৎকল দেশবাসী কোন সম্ভ্রান্ত লোকের রমণী বলিয়া দর্শক মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই জানিতে পারিলেন, অন্য কেহ নহেন তিনি ষষ্ঠীপুত্রের পরিণীতা পত্নী। অতএব এই স্থানে উক্ত রমণীর পরিচয় প্রদান করা যুক্তি যুক্ত বোধে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধ করি কটকের কৃষ্ণহরি মোদক, পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ পথে থাকিতে পারেন। এই শিবিকা রূঢ়া রমণী তাঁহারই এক মাত্র অপত্য; ইহার নাম পদ্মাবতী। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার জননী প্রসব করিয়াই সূতিকাগারে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিলে এক জন উৎকলবাসিনী রমণী ইহাকে লালন পালন করিয়াছিল। সেই জন্য বালিকাবস্থা হইতে মাতৃভাষার ন্যায় উৎকল ভাষা ইহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এবং সর্ব্বদা তদ্দেশীয়

অন্যং পরিবারেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে দর্শন মানসে বাটীর বর্হিভাগে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং অন্য অন্য প্রতিবেশী লোকেরাও তথায় আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ষষ্ঠীপুত্রকে সমাগত দেখিয়া সকলে যারপর পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এবং পরমায়ু থাকিতে মনুষ্য মরে না, পরমেশ্বর তাহাকে রক্ষা করেন বলিয়া, পরস্পর পরস্পরের নিকট ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলবতী, এইবাক্য সপ্রমাণ করিতে থাকিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহযাত্রী-দিগকে বিদ্রূপ করিয়াও অনেক আমোদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যে সময়ে নানা প্রকার রহস্য জনক বাক্য, উপস্থিত ব্যক্তি সমূহের মনে অপার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ছিল। সেই সময়ে উৎকল দেশীয় কয়েক জন বাহক কর্ত্তৃক আনীত এক খানি শিবিকা তাহাদিগের সম্মুখে সহসা সমুপস্থিত হইলে সকলে সেই দিগে দৃষ্টিপাত

করিলেন। দেখিলেন শিবিকা যানে একটী মাত্র রমণী।

স্ত্রীলোকটী উৎকল দেশবাসী কোন সম্ভ্রান্ত লোকের রমণী বলিয়া দর্শক মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই জানিতে পারিলেন, অন্য কেহ নহেন তিনি ষষ্ঠীপুত্রের পরিণীতা পত্নী। অতএব এই স্থানে উক্ত রমণীর পরিচয় প্রদান করা যুক্তি যুক্ত বোধে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধ করি কটকের কৃষ্ণহরি মোদক, পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ পথে থাকিতে পারেন। এই শিবিকা রূঢ়া রমণী তাঁহারই এক মাত্র অপত্য; ইহার নাম পদ্মাবতী। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার জননী প্রসব করিয়াই সূতিকাগারে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিলে এক জন উৎকলবাসিনী রমণী ইহাকে লালন পালন করিয়াছিল। সেই জন্য বালিকাবস্থা হইতে মাতৃভাষার ন্যায় উৎকল ভাষা ইহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এবং সর্ব্বদা তদ্দেশীয়

পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত থাকাতে বেশ ভূষাও উৎকলের ন্যায় হইয়াছিল। সুতরাং পদ্মাবতীকে উপস্থিত ব্যক্তিসমূহে উৎকলবাসিনী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতী নিতান্ত কুরূপা ছিলেন না উড়িষ্যাদেশীয় লোকেরা উহাকে রূপবতী রমণী মধ্যে গণ্য করিতেন। যেহেতু তাঁহার রূপ যথা সম্ভব লাবণ্য যুক্তছিল। যৎকালে ষষ্ঠীপুত্র কৃষ্ণহরি মোদকের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে পদ্মাবতীর পিতা অর্থাৎ কৃষ্ণহরি মোদক, স্বীয় দুহিতাকে প্রাপ্ত বয়স্কা জানিয়া এবং ষষ্ঠীপুত্র অতি সুপাত্র বিবেচনা করিয়া, পদ্মাবতীকে তদ্ধস্তে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর ব্যবহারে যদিও ষষ্ঠীপুত্র দ্বিতীয় বারদার পরিগ্রহে অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি, আশ্রয় দাতা কৃষ্ণহরি মোদকের যত্নে এবং পদ্মাবতীর ভক্তিতে একান্ত বাধিত হইয়াছিলেন সেই জন্য সুবিবেচক ষষ্ঠীপুত্র যাবজ্জীবন

উৎকলে অবস্থিতি মানসে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহণে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করণানন্তর স্বদেশের মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

কালক্রমে কৃষ্ণহরি মানবলীলা সম্বরণ করাতে, ষষ্ঠীপুত্র সেই ভিন্নজাতীয় স্থানে নিঃসহায় বাস করা অপেক্ষা স্বভবনে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়স্কর বোধে সস্ত্রীক পূর্ব্ববাসধামাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মানব জাতি একেত কুৎসাপ্রিয়, লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত শত অমূলক গল্প কল্পনা করিয়া থাকে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তি সম্পাদনার্থে তাহাতে নানা প্রকার অলঙ্কার যোজনা করিয়া দেয়; কোন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করিবার শত শত হেতু থাকিলেও কুৎসাপ্রিয় লোকেরা সে দিগে দৃষ্টিপাত করে না, কিন্তু কুৎসা করিবার অনুমাত্র স্থান থাকিলে মনের আমোদে সেইদিগে ধাবমান হয়, সুতরাং ষষ্ঠীপুত্রও তাহাদিগের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া

পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত থাকাতে বেশ ভূষাও উৎকলের ন্যায় হইয়াছিল। সুতরাং পদ্মাবতীকে উপস্থিত ব্যক্তিসমূহে উৎকলবাসিনী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতী নিতান্ত কুরূপা ছিলেন না উড়িষ্যাদেশীয় লোকেরা উহাকে রূপবতী রমণী মধ্যে গণ্য করিতেন। যেহেতু তাঁহার রূপ যথা সম্ভব লাবণ্য যুক্তছিল। যৎকালে ষষ্ঠীপুত্র কৃষ্ণহরি মোদকের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে পদ্মাবতীর পিতা অর্থাৎ কৃষ্ণহরি মোদক, স্বীয় দুহিতাকে প্রাপ্ত বয়স্কা জানিয়া এবং ষষ্ঠীপুত্র অতি সুপাত্র বিবেচনা করিয়া, পদ্মাবতীকে তদ্ধস্তে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর ব্যবহারে যদিও ষষ্ঠীপুত্র দ্বিতীয় বারদার পরিগ্রহে অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি, আশ্রয় দাতা কৃষ্ণহরি মোদকের যত্নে এবং পদ্মাবতীর ভক্তিতে একান্ত বাধিত হইয়া ছিলেন সেই জন্য সুবিবেচক ষষ্ঠীপুত্র যাবজ্জীবন

উৎকলে অবস্থিতি মানসে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহণে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করণানন্তর স্বদেশের মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

কালক্রমে কৃষ্ণহরি মানবলীলা সম্বরণ করাতে, ষষ্ঠীপুত্র সেই ভিন্নজাতীয় স্থানে নিঃসহায় বাস করা অপেক্ষা স্বভবনে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়স্কর বোধে সস্ত্রীক পূর্ব্ববাস ধামাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মানব জাতি একেত কুৎসাপ্রিয়, লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত শত অমূলক গল্প কল্পনা করিয়া থাকে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তি সম্পাদনার্থে তাহাতে নানা প্রকার অলঙ্কার যোজনা করিয়া দেয়; কোন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করিবার শত শত হেতু থাকিলেও কুৎসাপ্রিয় লোকেরা সে দিগে দৃষ্টিপাত করে না, কিন্তু কুৎসা করিবার অনুমাত্র স্থান থাকিলে মনের আমোদে সেইদিগে ধাবমান হয়, সুতরাং ষষ্ঠীপুত্রও তাহাদিগের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া

উঠিলেন, ষষ্ঠীপুত্র উড়েরমেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে এই কথা তাহাদিগের কর্ত্তৃক রাষ্ট্র হওয়াতে ক্রমে সকল কুটুম্বেরা শুনিলেন।

যাঁহারা সৎস্বভাব, তাঁহারা ষষ্ঠীপুত্রের ভাতৃদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং ওসকল কথায় তাঁহারা দৃক্‌পাতও করিলেন না কিন্তু সদপেক্ষা অসতের সংখ্যাবৃদ্ধিপ্রযুক্ত অল্পদিবসের মধ্যে কুটুম্বসমাজে বিষম গোলযোগ হইয়া উঠিল অর্থাৎ প্রচলিত দেশাচার সম্বন্ধে ষষ্ঠীপুত্রকে দোষী বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিলেন এবং তজ্জন্য সপ্তগ্রাম সমাজভুক্ত মোদকেরা একদিবস স্কুলে সমবেত হইয়া উক্ত দম্পতী সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন আদ্যোপান্ত এই উপাখ্যান ষষ্ঠীপুত্রের নিকট শ্রবণ করিলেন তখন আর কেহই তাঁহাকে দোষী বলিয়া অনুমান করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সমাজ মধ্যে সাদরে পরিগৃহীত হইলেন।

পরিশিষ্ট

সময়ে সময়ে সকলেরই মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কালক্রমে মেধাবিশিষ্ট মানবদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া মতিচ্ছন্ন ঘটিয়া উঠে এবং দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডেরাও সময়ক্রমে অসদভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া উত্তম পথে বিচরণ করিতে থাকে। চিরচিকাল কাহারও অভিপ্রায় একরূপ থাকেনা। ষষ্ঠীপুত্রের মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। প্রথম পরিণীতা পত্নীর প্রতি তাঁহার যেরূপ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া পূর্ব্বানুরাগের সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারিণী প্রথমা পত্নীকে স্বভবনে প্রত্যাগত হইতে আদেশ করিয়া একজন লোক প্রেরণ করিলেন। ষষ্ঠীপুত্র যাহাকে পাঠাইলেন সেব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তাহার সঙ্গে কেহই আসিলনা, যাঁহাদিগের আসিবার কথাছিল তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে কেবল একখানি লেখন আসিয়া পঁহুছিল।

ষষ্ঠীপুত্রের স্ত্রী নিজে লেখাপড়া জানিতেননা। সেই গ্রামের কোন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা তাঁহার সই ছিলেন, তিনি লেখা পড়া জানিতেন। ষষ্ঠী-পুত্রের স্ত্রী তাঁহার দ্বারা পত্রিকা খানি লেখাইয়া লইয়াছিলেন। এবং যিনি তাঁহাদিগকে আনিতে গিয়াছিল তদ্দ্বস্তে পত্রিকাখানি পাঠাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠীপুত্র দেখিলেন স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, তিনের মধ্যে কেহই আইসে নাই। কেবল এক খানি পত্রিকা, পত্রিকা গ্রহণ করিলেন, মোড়ক খুলিলেন এবং পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পত্রিকা।

বাঘিনী নাগিনী সম জানিয়া দাসীরে,
তবু যে করেন স্নেহ, সে কেবল তব
সাধু প্রকৃতির গুণে। যে সাধে শুকতা,
হয়ে পত্নী, অজানীতদেশে, অসময়,

ক্ষমি দোষ তার, পুনঃকরা দয়া তারে
সরল স্বভাব ভিন্ন অন্য কি সম্ভবে।
ধন্য নাথ! তবগুণে ধন্য তব দয়া
মম প্রতি! দাসীর কুরীতি, অবহেলে
ভুলি, হইলা সদয় পুনঃ এদাসীরে।
তুমিহেন পতি যার ধন্য সেরমণী
ভাগ্যবতী, ধন্যতার জন্ম নারীকুলে!
বলিলে বলিতে পারি এগৌরব কথা।
কিন্তু তব প্রসংশায় প্রসংশিনু যারে
নহি সে রমণী আমি, কহিনু স্বরূপ;
দেখুন বিচারি মনে দাসীর ভারতী
ওরূপ স্নেহের পাত্রী কিসেহবে দাসী।
না বুঝিয়া পূর্ব্বাপর, পর বাক্যে মজে,
করেছি অধর্ম্ম ভারি, আমি পাপীয়সী
নারীকুলে গ্লানি পামরী কৃতঘ্নীসমা,
তানাহলে কভু ফেলেনাকি আসিতাম
সেবিপতি-কালে, বৃক্ষমূলে, রেখে একা।
থাকিতাম কাছে সেবিতাম পদ তব,

হইতাম দুঃখে দুঃখী সুখভাগী এবে।
কিন্তু নাথ! আমি নারীজাতি, নহি নর,
তাহে বুদ্ধিহীনা স্বভাবে অবলা মতি!
হায়! কেমনে জানিব ভবিষ্যত বাণী
ঘটিবে এমন দশা দাসীর অদৃষ্টে।
হায় নাথ! মরিলাজে মরিমনস্তাপে;
বসিয়া নির্জ্জনে যবে, করি আলোচনা
আপনি আপন মনে, সেদিনের কথা,
সেপাপের ফলাফল ফলে হাতে হাতে;
কতযে রোদন করি নাপারি বলিতে।
কিন্তু নাথ! কারে বলি মনের বেদনা,
কে করে বিশ্বাস বল এঅবনী তলে—
বিশ্বাস ঘাতিনী আমি আমার বাক্যেতে,
দিবা নিশি সহিতেছি যেরূপ যাতনা,
জানেন কেবল সর্ব্ব অন্তর্যামী যিনি।
শুনিলাম নাথ! এবে, কহিল সেজন
যেজন আইল তব আজ্ঞাবহ হয়,
দাসীরে লইয়া জেতে তব সন্নিধানে।

কহিল সেজন, উৎকল হইতে এক
অপূর্ব্ব রমণী রত্ন, এনেছেন নাকি
পরিণয় করে তারে, শাস্ত্রব্যবহারে,
দাসীরে সঁপিতে নাথ স্বপত্নীর হাতে?
একে মরি লাজে নাথ, প্রতিবেশীদলে
দেখাইতে এবদন পুনতা সভারে,
তাহাতে সতিনী—কহিবে কতেকহাসি
কুবচন সদা, সহিবেনা মম প্রাণে।
করিছি যেমন কর্ম্ম—ভুঞ্জিব তেমতি
ফল, পুনকোন্ লাজে দেখাইব মুখ
তোমার নিকটে আমি, কালামুখী হয়ে।
প্রবাসে থাকিলে পতি, পতিব্রতাসতী,
সহেন যেরূপে সদা অনঙ্গের জ্বালা,
সহিব তেমতি দুঃখ একতান মনে,
কহিনু নিশ্চয় নাথ এপ্রতিজ্ঞা মম।
পুনঃ নিবেদনে, দাসী নিবেদয়ে পুনঃ
করেছে শাস্ত্র, স্বীয় পতি নিকেতনে
স্বপুত্র সহিতে কন্যা, বংশধর তব

আছয়ে কুশলে, দুঃখিনীর যত্নে হেথা।
অনুমতি হলে, দিব পাঠাইয়া পুত্রে,
ভেটীতে চরণ যুগ্ম তব, বারান্তরে,
নতুবা ক্ষমিবে নাথ এমিনতি পদে।

সমাপ্ত।